ইউনিট ৭

শিক্ষক প্রশিক্ষণ
[Teacher Training]

ভূমিকা

'কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষকের চেয়ে উত্তম নয়'– সে কারণে আজ সারা বিশ্ব জুড়ে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিনা দ্বিধায় বলা হচ্ছে। কিন্তু এ সত্যটি এখনও আমাদের দেশে পুরোপুরি বাস্তব রূপ লাভ করেনি। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সারাদেশে ১০টি সরকারী টি.টি কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) রয়েছে। অধুনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে বেসরকারি উদ্যোগে বেশি কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এগুলোর শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে জনগণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাক্রম বর্তমান মাধ্যমিক স্তরের পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের সঙ্গে মিল রেখে নবায়ন করা হয়নি।

এছাড়া বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) এর ছয়টি স্কুলের মধ্যে একটি হল স্কুল অব এডুকেশন। এই স্কুল অব এডুকেশন দূর শিখনের মাধ্যমে সিএড, বিএড এবং এমএড প্রোগ্রাম প্রবর্তন করেছে। এসব প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম নবায়নকৃত এবং আধুনিক। দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণে বাউবি'র শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৯৯৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। অধুনা উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে পাঁচটি কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে এখনও এসব প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কখনও কখনও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা একটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

পাঠ- ৭.১: শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

পাঠ ৭.১

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শিক্ষক প্রশিক্ষণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- উচ্চ শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিবৃত করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণের ধারণা

জাতীয় জীবনে উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যপূ গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ আনয়ন শিক্ষকের সুষ্ঠু পেশাগত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকতা পেশা অন্যান্য পেশা থেকে ভিন্ন, কারণ অন্যান্য পেশায় ঘাটতি থাকলে তা কাটিয়ে উঠা যায়। কিন্তু শিক্ষকতা পেশায় ঘাটতি থাকলে তা দারুণভাবে শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব ফেলে। ফলে জাতীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা আর পূরণ করা যায় না।

এ ছাড়া শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। একজন শিক্ষককে তার নিজের বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই চলবেনা। সে সঙ্গে পাঠ্য বিষয়সমূহ কিভাবে শিখাতে হবে সে বিষয়ে তাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। তাঁকে শিক্ষা বিষয়ক নিয়ম প্রক্রিয়া, শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কিত ট্রেনিং, শিক্ষা ও শিশু মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল জানতে হবে।

উপরিউক্ত শিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের জন্যই প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ জ্ঞানের বহুমুখী পরিধি বাড়ায়। বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও কৌশল অর্জনে সহায়তা করে এবং সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ঘটায়। পরিণামে পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে দুর্দমনীয় প্রেষণা জাগায়।

প্রশিক্ষণ কি?

প্রশিক্ষণ এক ধরনের শিখন প্রক্রিয়া যা অর্জিত জ্ঞানকে প্রসারিত করে, অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপক্কতা আনয়ন করে, দক্ষতাকে শাণিত করে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন গঠিয়ে বাস্তবমুখি পরিবর্তন আনয়ন করে ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়করণের নিরপূর প্রচেষ্টা চালানোর বাসনা সচল রাখে। পরিণামে স্বীয় দায়িত্ব নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

প্রশিক্ষণ: শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোর ধারণা শাণিতকরণে সহায়ক

মানুষের শিখন ক্ষেত্রগুলো হল- (১) জ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষেত্র, (২) অনুভূতিমূলক ক্ষেত্র এবং (৩) মনোপেশীজ ক্ষেত্র।

জ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রের শ্রেণিবিভাগ

জ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রগুলোকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে- যেমন (১) জ্ঞান, (২) অনুধাবন বা বুঝা, (৩) প্রয়োগ, (৪) বিশ্লেষণ, (৫) সংশ্লেষণ এবং (৬) মূল্যায়ন।

এই জ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রগুলো পুরোপুরিভাবে জানা থাকলে শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা যায় এবং কার্য সম্পাদনে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগ

কোন বিষয় গ্রহণ, বর্জন, পছন্দ, অনুভূতি এবং আবেগের মাত্রা অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত। এই ক্ষেত্রকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভাজন করা হয়েছে। যেমন- (১) গ্রহণ, (২) প্রতিক্রিয়া, (৩) গুরুত্ব, (৪) সংগঠন ও (৫) বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গুরুত্ব।

এই অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব, আচার-আচরণ প্রকাশ করে তা জানা যায়।

মনোপেশীজ ক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগ

যে কার্য সম্পাদনে মন ও পেশীর সমন্বয় ঘটে থাকে তাকে মনোপেশীজ ক্ষেত্র বলা হয়। মনোপেশীজ ক্ষেত্রগুলো হল- (১) অনুকরণ, (২) কাজ, (৩) সূক্ষ্ম কাজ নিখুঁতভাবে করণ, (৪) গ্রন্থনা, (৫) সহজীকরণ– এগুলো জানা থাকলে কাজ সহজে ও নিখুঁতভাবে করা যায়।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

জ্ঞান অর্জন, নতুন জ্ঞান আবিষ্কার ও বিনিময় এবং নতুন কলাকৌশল আয়ত্তে এনে তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ অতি দ্রুত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে শিক্ষক। শিক্ষক একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব যাঁর মূল দায়িত্ব হলো শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা এবং এই সুষ্ঠু পরিবেশের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের সুযোগ পায়। পরিবর্তিত জগতের নতুন জ্ঞান ও কলাকৌশল আয়ত্তে আনার সুযোগ শিক্ষার্থী তখনই পাবে যখন শিক্ষক তার অধীত জ্ঞান যথাযথ প্রায়োগিক কৌশল আয়ত্তের মাধ্যমে কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারেন।

ব্যক্তি, দেশ ও সমাজের চাহিদা উপযোগী শিক্ষা উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। শিক্ষাকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে উন্নয়নকারী দেশগুলো অতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশ আছে যারা মাত্র ২০/২৫ বছর পূর্বে আমাদের চেয়ে এক কদমও এগিয়ে ছিল না, বর্তমানে তাদের এবং আমাদের মধ্যে দূরত্ব হাজার কদমেরও বেশী। তার সর্ব প্রধান কারণ সুষম জাতীয় বিকাশে শিক্ষায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ এবং শিক্ষার গুণগত বিকাশ সাধনে পারঙ্গমতা অর্জন। আমরা স্থবির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না এবং পিছিয়ে যাবারও কোন উপায় নেই। আমাদের সামনে এগুতে হবে এবং এর গতি বেগবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন থাকলেই শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠে না। তার জন্য প্রয়োজন মেধাসম্পন্ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অগ্রগতির অনুসন্ধানে কাজ করতে আগ্রহী শিক্ষক, ব্যবস্থাপক, নীতি নির্ধারক এবং পরিকল্পক। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিময় করে তোলা অত্যাবশ্যক। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকলে শিক্ষাঙ্গনের কোন স্তরেই শিক্ষক হওয়া যায় না। আমাদের দেশে কলেজ শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য শিক্ষণ শিখন পদ্ধতিতে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন না। পৃথিবীর উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে আমাদের কলেজ শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার অভাবই সম্ভবত এর কারণ।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ

সকল স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন-

প্রশিক্ষণের শ্রেণীবিভাগ

১. নতুন শিক্ষকবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ
২. কর্মরত শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ।

১. (ক) নতুন শিক্ষকবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন

শিক্ষকতার পেশায় নব্য নিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দকে শিক্ষাদান করতে হয় কিশোর কিশোরীদেরকে। তাই তাঁদেরকে কিশোর মনোবিজ্ঞান, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, একাডেমিক বিষয় সম্পর্কে ওরিয়েন্টশনসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, নিয়ম কানুন এবং তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ

শিক্ষাক্রম নবায়ন/পরিমার্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বর্তমানে জ্ঞান বিষ্ফোরণ অতি দ্রুত ঘটছে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞানে নিজকে সচল রাখার জন্য শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। শিক্ষক যাতে এই নবতর সংযোজিত বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে কার্যকরভাবে পাঠদান ও অনুশীলন করাতে পারেন তৎজন্য শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের শিক্ষকবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করে আপ-টু-ডেট করণের ব্যবস্থা করা হয়।

১. (খ) নতুন শিক্ষকবৃন্দের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ

সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কলেজ শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের জন্য দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে কলেজ শিক্ষকবৃন্দের দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে।

২. কর্মরত শিক্ষকদের জন্য সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

বর্তমানে অতি দ্রুত জ্ঞান জগতের পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষককেও খাপ খাইয়ে চলার জন্য নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করতে হয়। তাই ধারাবাহিকভাবে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল উন্নত দেশে রয়েছে। সীমিত আকারে হলেও আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরে এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক ও আরো উঁচু স্তরের শিক্ষকদের জন্য এ ব্যবস্থা চালু ছিল না। সরকার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঁচটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর এখন অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে শুধু সঞ্জীবনী কোর্সই চলবে না, নতুন শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদী কোর্সও চলবে।

উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা

হায়ার সেকেন্ডারী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এইচ,এস,টি,টি,আই)

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পে কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যম পাঁচটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটগুলো হলোঃ

১. ময়মনসিংহ এইচ,এস,টি,টি,আই (ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন)।

২. কুমিল্লা এইচ,এস,টি,টি,আই (কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন)।

৩. রাজশাহী এইচ,এস,টি,টি,আই (রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন)।

৪. খুলনা এইচ,এস,টি,টি,আই (খুলনা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সংলগ্ন)।

৫. বরিশাল এইচ,এস,টি,টি,আই (বরিশাল শহরের অদূরে কাশিপুরে)।

প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ এবং কিছুসংখ্যক টিচিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে সীমিতভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চলছে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে অনেক নিয়ন্ত্রক রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম নিয়ন্ত্রক হলো শিক্ষক। শিক্ষকের যদি উৎকর্ষতা থাকে তাহলে শিক্ষার মান উন্নীত হতে বাধ্য। শিক্ষকের উৎকর্ষতা বলতে আমরা বুঝি– শিক্ষক শিক্ষাদানে উৎসাহী হবেন; শিক্ষক তার নিজের বিষয়বস্তু ভাল জানবেন; শিক্ষক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান পদ্ধতি (Pedagogy) ভালভাবে আয়ত্তে আনবেন; পাঠদানের সময় যেখানে যে পদ্ধতি উপযোগী তা দক্ষতার সাথে ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পারদর্শী হবেন। শিক্ষকের উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি থাকবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বন্ধু এবং নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

শ্রেণিকক্ষই শিক্ষকের আয়না। তিনি সেখানে তার নিজের মুখ দেখেন। তাই শিক্ষকের বিষয়বস্তুর প্রস্তুতি নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যাবার আগে শিক্ষা সম্পর্কে একটু জেনে নিলে ভাল হয়।

শিক্ষা কি?

শিক্ষা একটি মানবীয় প্রচেষ্টা। এখানে যান্ত্রি কিছু নেই, জোর করে কিছু ঘটানো সম্ভব নয়। কৌশলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করে শেখানোর কাজে অগ্রসর হতে হয়।

শিখতে হয় কেন?

- শেখার জন্য।
- কাজ করার জন্য।
- নিজের অপূর্নিহিত সত্তার বিকাশের জন্য।
- পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য।

অতএব, শিক্ষা একটি বিকাশধর্মী নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া। এখানে কাজ করবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্বজ্ঞান, ইচ্ছাপ্রসূত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা। আর শ্রেণিকক্ষ সংগঠনে তিনটি প্রধান উপাদান হচ্ছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাক্রম। শিক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতির, যেমন দালান কোঠা, আসবাবপত্র, উপকরণ, মূল কেন্দ্রবিন্দু শ্রেণিকক্ষ আর তার চালিকা শক্তি শিক্ষক। শিক্ষক যদি তার চালিকা শক্তিকে সজীব রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে নতুন সৃষ্টির জন্য উৎসাহী করে তুলতে পারেন তবে ঐ শ্রেণিকক্ষ থেকেই বেরিয়ে আসে সার্থক বিজ্ঞানী, সমাজ সেবী, আদর্শ শিক্ষক, নেতা, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। তাহলে বুঝা যায় শিক্ষাক্রমই শিক্ষার মূল সংগঠন আর শিক্ষক রাখে তাকে সজীব। এই সজীব শিক্ষকের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষয় জ্ঞান এবং শিক্ষাদান কৌশলে পারঙ্গম আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি সব সময় ছাত্র, নিজের জ্ঞান, দক্ষতা ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট। গিলবার্ট হাইওয়েট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “The Art of Teaching” এ যে শিক্ষক নিজেকে সবজাপ্তা মনে করেন তিনি তাকে Dead Teacher আর যারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর জানার প্রয়োজন নাই মনে করেন তিনি তাদেরকে Lost Teacher হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই একজন কলেজ শিক্ষককে বিষয়বস্তু জানার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ

পদ্ধতি জানতে হবে এবং আজীবন ছাত্র থাকতে হবে, তাহলেই শিক্ষক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা আসবে এবং শ্রেণিকক্ষে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবেন। শ্রেণিকক্ষে সক্ষম শিক্ষকের সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীরাই করেন। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। শিক্ষক পদ্ধতিগুলো জানবেন এবং যেখানে যেভাবে যে পদ্ধতি উপকরণসহ প্রয়োগ করা প্রয়োজন তাই করবেন। শিক্ষক পাঠদানে আগ্রহী হলে তিনি সকল পদ্ধতিকে প্রাণবপূ করে তুলতে পারেন। বক্তৃতা পদ্ধতির কথা যদি আমরা আলোচনা করি তার দু'টি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমটি হলো শিক্ষক ক্লাসে নিজে এক ঘণ্টা বক্তৃতার মাধ্যমে কাজ শেষ করলেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগী ছিল কি না, তারা তাকে জ্ঞান বিস্তরণের উত্তম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেছে কি না, তার প্রদত্ত ম্যাসেজ তারা গ্রহণ করতে পারছে কি না এবং এই ম্যাসেজ তাদের মনকে নাড়া দিতে পারছে কি না এর কিছুই তিনি বিবেচনায় আনেন নি। পক্ষাপূরে বহুল প্রচলিত এই বক্তৃতা পদ্ধতিকে তিনি প্রাণবপূ করে তুলতে পারেন যদি শিক্ষার্থীদের কাজে লাগান, তাদের মতামতের গুরুত্ব দিয়েই বিষয়বস্তু তুলে ধরতে পারেন। উপকরণটি সঠিকভাবে দেখিয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং কি প্রতিক্রিয়া হলো তা বুঝে আবার অগ্রসর হতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা কৌতুহলী হবে এবং শিক্ষকের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই আকৃষ্ট হওয়াই শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে মোক্ষম ভূমিকা পালন করবে। বক্তৃতা পদ্ধতি একটি শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি। শিক্ষকের ইচ্ছা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে ইচ্ছাকে পারঙ্গমতায় পরিবর্তন করতে পারলে বক্তৃতার মাধ্যমেও অনেক সুন্দর ক্লাশ করা যায়। খেয়াল রাখতে হবে ক্লাশ যেন একঘেয়ে হয়ে না যায় এবং বৈচিত্র্যময় হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি যেমন প্রজেক্ট, টিউটোরিয়াল, এসাইনমেন্ট, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে সার্থকভাবে পাঠদান করতে পারেন। তবে অবশ্যই তাকে কলেজ শিক্ষায় পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না এই উপলব্ধি বর্জন করে পদ্ধতির প্রয়োজন এবং তা শিখতে হয় এই মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। সারা পৃথিবীর স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েই এই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য অত্যপূ গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো শিক্ষার্থীরা কাঁচামাল হিসেবে কলেজে আসে এবং তৈরি পণ্য হয়ে বের হয়ে যায়। তাঁদের তৈরি পণ্য দেশ বিদেশে সমাদৃত না হলে তারাও সমাদৃত হবার যোগ্য কি না বিবেচনার বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রশিক্ষণের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২. প্রশিক্ষণ বলতে কি বোঝেন?

৩. শিক্ষার তিনটি ক্ষেত্রের শ্রেণিবিভাগ বিবৃত করুন।

৪. প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. নবীন শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

৬. প্রশিক্ষণ কি

৭. উচ্চতর শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করুন।

৮. শিক্ষা কি? শিক্ষিত হয় কেন?

৯. শিক্ষার সামগ্রিক ধারণা আলোচনা করুন।